শিশু-বিভাগ

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥শিশু-বিভাগ॥

সেই সেবার এসেছি শান্তিনিকেতনে, দু-চার দিন থেকেই চলে যাব। তখন ছিল ওই—আসতুম আর চলে যেতুম। এখনই হয়েছে এলেই আটকা পড়ি। তা সেবার যাবার দিন ভোরবেলায় উঠে সবে ঘুরে বেড়িয়ে দেখছি। ছোটো ছেলেরা যেমন এখন, তখনো তেমনি। রাস্তায় বেরলেই হাত ধরে টানত; 'আমাদের কাছে আসুন, আমাদের গল্প বলুন।' কয়েকটা ছেলে এসে আমায় টানতে টানতে নিয়ে গেল। তখন সবে শান্তিনিকেতনে শিশু-বিভাগ খোলা হয়েছে। ওই তোমাদের কলেজ বাড়ির কাছেই ছিল সেটা। গেলুম। কোন্ এক মেমসাহেব শিশু-বিভাগের ভার নিয়ে আছেন। সেখানে ঢুকেই দেখি নীচের তলায় একটা ছেলে একটা তক্তাতে পেরেক ঠুকছে। ঠুকছে তো ঠুকছেই—পেরেক ঠুকতে ঠুকতে ছেলেটা গলধঘর্ম হয়ে গেল, কিন্তু পেরেক ঢুকছে না তক্তাতে। পেরেক ঠোকার কায়দাটা একটু দেখিয়ে-টেকিয়ে দিতে হয়। অমনিই একটুকরো কাঠ আর হাতুড়ি দিয়ে দিলেই হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী করছিস?' ছেলেটা বললে, 'পেরেক ঠুকছি মশায়।' বেশ ডাক ছিল, এখনই যত সব আদুরে নাম বের হয়েছে। তা ছেলেটাকে বললুম, 'কতক্ষণ ধরে পেরেক ঠুকছিস?' সে বললে, 'সকাল থেকে কিন্তু হচ্ছে না যে মশাই, কী করি?' বললুম, 'এক কাজ কর দিখিনি, তালে তালে মার। এক হাতে পেরেকটা ধর আর বল এক দুই তিন—আর মার হাতুড়ি।' ব্যস ছেলেটা এক দুই তিন করে যেই হাতুড়ি পেটা, পট্ করে পেরেক তক্তায় ঢুকে গেল। আর তাকে পায় কে? তার পরে গেলুম উপরের তলায়। সেখানে নানা রকমের আয়োজন করে মেম নেচার স্টাডি (Nature Study) করাচ্ছেন। খাঁচায় খরগোস, টবে গাছ, শিশু-শিক্ষার সরঞ্জামে সব ভর্তি। কিণ্ডারগার্ডেনের মতো যেমন ওদেশের শিশুদের জন্য করা হয়। সব দেখেশুনে তো ফিরে এলুম।

BANGLADARSHAN.COM

রবিকা তখন থাকতেন এখন যেখানে সেবক যমুনা আছেন সেই বাড়িতে। ঘরে বসে তিনি লিখছিলেন। দরজায় কাঠের রেলিং দেওয়া, যেন কুকুর-বেড়াল চট্ করে ঢুকতে না পারে। পোস্টাপিসে দরজায় যেমন তেমনি, কাঠগড়ার মাঝে বসে, দূর থেকে দেখি তিনি একমনে লিখে চলেছেন। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে গেলুম। তিনি বুঝলেন, মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখলে সব ঘুরে ঘুরে?' বললুম হ্যাঁ! 'কী—কেমন দেখলে, কী মনে হল?' আমার তো এই রকমই কথাবার্তা—বললুম, সবই তো ভালো—ভালোই লাগল, তবে, একটা জিনিস দেখে এলুম—তোমার শিশু-বিভাগের মূলে কুঠারাঘাত হচ্ছে। বলতেই রবিকার চেয়ারটা ঘুরে গেল, কলম রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালেন আমার দিকে। সে কী চাহনি। এখনো চোখে ভাসছে। শাবককে খোঁচা দিলে সিংহী যেমন কটমট করে তাকায়। রবিকা বললেন, 'তার মানে? কী বলতে চাও?' বললুম, সত্যিই, আমার তো তাই মনে হল। তোমার এখানে শিশুরা মুক্তি পাবে, মনের আনন্দে শিখে চলবে, তা নয় এক জায়গায় বন্দী করে কাঠে পেরেক ঠোকাচ্ছে, খাঁচায় খরগোস

দিয়ে বন্য জন্তুর চালচলন বোঝাচ্ছে, টবের গাছ দেখিয়ে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতে শেখাচ্ছে, একে মূলে কুঠারাঘাত বলব না তো কী বলব?

রবিকা বললেন, 'তা তুমি ওদের কী বললে?' আমি বললুম যে, আমি ছেলেদের বলে এলুম—খাঁচায় তো খরগোস রেখেছিস—খাঁচার দরজাটা একবার খুলে দে, খোলা মাঠে কেমন দৌড়য় খরগোস দেখবি, সে বড়ো মজা হবে। রবিকা শুনে হাসলেন, বললেন, 'তুমি এ কথা বলেছ তো? বেশ করেছ। তা অবন, তুমি আজই যাবে কী? থেকে যাও-না। আমি নতুন গানে সুর দিয়েছি। আজই গাওয়া হবে, তা না-শুনেই তুমি যাবে? এ কেমন কথা।'

কিন্তু থাকা আমার হল না। রেল ধরে বাড়িমুখো হলুম। সে রাত্রে গ্রহণ ছিল। ট্রেনে আসতে আসতে দেখলেম চাঁদে পূর্ণগ্রহণ লাগল। এ কথা যেন কোথায় কবে আমি লিখেছি মনে হচ্ছে। খুঁজে দেখো, সেই দিনই ওই গানে সুর দেওয়া হয়, 'পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে।'

তারপর আস্তে আস্তে আমি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পৌঁছলুম, যেন ছাড়া পেয়েছিল যে একটা খরগোস সে এসে ফের ঘরের খাঁচায় ঢুকে লেটুস পাতা চিবোতে বসে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥